পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

— হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

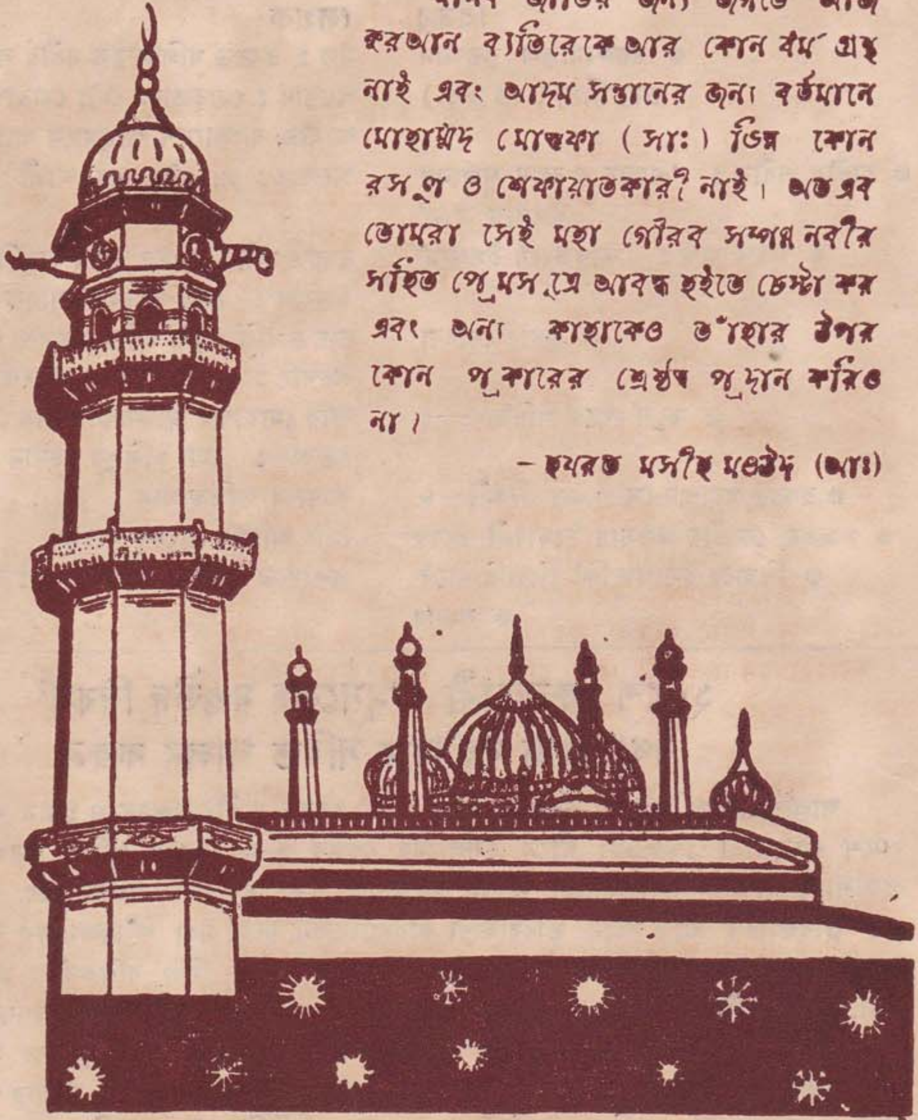

সম্পাদক: এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৫ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৮৮ বাংলা ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং ॥ ২০শে রবিউস সানি ১৪০২ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৫শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮২ ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা নিসা (২য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'এলেম ও জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ দান'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : 'ভারতবর্ষে ইসলাম'	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৬
* ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ—৩	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান চৌধুরী অনুবাদ : মোঃ খলিলুর রহমান	৮
* হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনী—৮	আবদুল লতিফ খান	১১
* ৮৯তম কেন্দ্রীয় জলসায় উদ্বোধনী ভাষণ	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১২
* পিয়ারে ইসলাম কি' পিয়ারি বাতেঁ	এশায়াত বিভাগ, মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ	১৬
* সংবাদ		১৭

২০শে ফেব্রুয়ারী – 'মুসলেহ মওউদ দিবস' যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করুন

আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং দ্বীনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কালামুল্লাহ পবিত্র কুরআনের মর্যাদা প্রকাশার্থে এক অসাধারন গুণ সম্পন্ন সংস্কারক পুত্র 'মুসলেহে মওউদ'-এর জন্মলাভ সম্বন্ধে এক সুবিস্তারিত অতি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা মহা জাঁকজমকের সহিত সুউজ্জল-রূপে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনে ৫২ বৎসর স্থায়ী তাঁহার অসাধারন কৃতিত্বপূর্ণ খেলাফতকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিভিন্ন দিক এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর অসাধারণ গুণাবলী, অবদান ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণপূর্ণ কার্য্যাবলীসহ তাঁহার পবিত্র জীবনের উপর আলোকপাত করিয়া প্রতিটি জামাতে যথারীতি উক্ত তারিখে ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আলোচনা-সভার আয়োজন করিবেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ২য় ও ৬ষ্ঠ ইজতেমাদ্বয় যথাক্রমে ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় এবং ১৩ ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ। পূর্ণ বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

بسم الله الرحمن الرحيم — نحمده ونصلي على رسوله الكريم — وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৫শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন, ১৩৮৮ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ ইং : ১৫ই তবলীগ ১৩৬১ হিঃ শামসী

সূরা নিসা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১৭৭ আয়াত ও ২৪ রুকুআছে]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

৪র্থ পারা

২য় রুকু

১২। আল্লাহ্ তোমাদের আওলাদ সম্বন্ধে তোমাদিকে আদেশ দিতেছেন যে একজন পুরুষের প্রাপ্য দুইজন নারীর সমান ; কিন্তু যদি (বংশধর কেবল) স্ত্রীলোকই থাকে (সংখ্যায়) দুইয়ের অধিক, তবে সে (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি) যাহা ছাড়িয়া যায় উহার দুই তৃতীয়াংশ তাহারা পাইবে ; এবং যদি স্ত্রীলোক একজনই থাকে, তবে সে (পরিত্যাক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক পাইবে এবং তাহার (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির) সন্তান থাকিলে, তাহার পিতামাতা উভয়ের মধ্য হইতে প্রত্যেকে তাহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হইতে এক অষ্টমাংশ পাইবে- এবং যদি তাহার কোন সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতামাতাই ওয়ারিস হয় তবে তাহার মাতা এক তৃতীয়াংশ পাইবে ; এবং যদি তাহার একাধিক ভ্রাতা ভগ্নী (বর্তমান) থাকে তবে তাহার মাতা এক ষষ্ঠাংশ পাইবে, (এই সকল অংশ) মৃত ব্যক্তি যাহা ওসিয়ত করে সেই ওসিয়ত, বা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে (দেওয়া হইবে) ; তোমরা জান না, তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর, ইহা আল্লাহ্র তরফ হইতে ফরয নির্ধারিত করা হইয়াছে ; আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্বজ্ঞ, পরম হিকমতওয়ালা।

১৩। এবং তোমাদের স্ত্রীগণ যাহা কিছু ছাড়িয়া যায়, যদি তাহাদের সন্তান না থাকে তবে তাহাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক (অংশ) তোমরা পাইবে ; এবং যদি তাহাদের কোন সন্তান (বর্তমান) থাকে, তবে তাহাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাইবে, (এই সকল অংশ) তাহারা যাহা ওসিয়ত করে সেই ওসিয়ত অথবা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে (দেওয়া হইবে), এবং যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তবে তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তাহারা পাইবে ; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ তাহারা পাইবে, (এই সকল অংশ) তোমরা যাহা ওসিয়ত কর সেই ওসিয়ত অথবা ঋণ

(পরিশোধ)-এর পরে (দেওয়া হইবে); এবং কোন পুরুষ বা নারী, যাহার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বন্টন করিতে হইবে, তাহার যদি পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততি না থাকে বরং তাহার এক ভ্রাতা অথবা এক ভগ্নী থাকে, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ষষ্ঠমাংশ পাইবে, কিন্তু যদি তাহারা ততধিক হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলেই এক তৃতীয়াংশে (সমান সমান) অংশীদার হইবে, (এই সকল অংশ) ওসিয়ত যাহা করা হয় সেই ওসিয়ত অথবা ঋণ (পরিশোধ)-এর পরে (দেওয়া হইবে); (এই বন্টনে) কাহারও ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে, (ইহা) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে (তোমাদিগকে) আদেশ (দেওয়া হইতেছে), এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও পরম সহিষ্ণু।

১৪। এইগুলি আল্লাহ্‌র (নির্ধারিত) সীমাসমূহ, এবং যে কেহ আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের আনুগত্য করে, তিনি তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন, যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, ইহাতে তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে, এবং ইহাই পরম সাফল্য।

১৫। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রসুলের নাফরমানি করে এবং তাঁহার (নির্ধারিত) সীমাসমূহ লঙ্ঘন করে, তিনি তাহাকে অগ্নিতে দাখিল করিবেন, সেখানে সে দীর্ঘকাল বাস করিতে থাকিবে এবং তাহার জন্য লাঞ্ছনাজনক আযাব (নির্ধারিত) আছে।

১৬। তোমাদের নারীদের মধ্যে যাহারা ঘোর অশ্লীল আচরণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হইতে চারজন সাক্ষী তলব কর, যদি তাহারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তাহাদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখ, যে পর্যন্ত না তাহাদিগের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ তাহাদের জন্য অন্য কোন পথ করিয়া দেন।

১৭। এবং যদি তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন পুরুষ উহাতে (অর্থাৎ অশ্লীল আচরণে) লিপ্ত হয়, তবে তাহাদের উভয়কে নির্যাতিত কর, কিন্তু যদি তাহারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে তবে তাহাদিগকে উপেক্ষা কর; নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাধিক তওবা গ্রহণকারী, বারবার রহমকারী।

১৮। আল্লাহ কেবল সেই সকল লোকের তওবা গ্রহণ করেন, যাহারা অজ্ঞতায় পাপ করে এবং সত্বর তওবা করে, ইহারাই সেই সকল লোক যাহাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম হিকমতওয়ালা।

১৯। এবং ঐ সকল লোকদের জন্য তওবা গ্রহণযোগ্য নহে, যাহারা মন্দ কর্ম করিতে থাকে যে পর্যন্ত না তাহাদের কাহারও সম্মুখে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বলে এখন আমি নিশ্চয় তওবা করিলাম, এবং তাহাদের জন্যও নহে যাহারা কুফরের অবস্থায় মারা যায়, ইহারাই ঐ সকল লোক, যাহাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

২০। হে ঈমানদারগণ! ইহা তোমাদের জন্য হালাল নহে যে তোমরা বল পূর্বক নারীগণের ওয়ারিস হইয়া যাও এবং তোমরা তাহাদিগকে যাহা দিয়াছ উহার কতক (ছিনাইয়া) লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে বলপূর্বক আটকাইয়া রাখিও না, যদি না তাহারা প্রকাশ্য ভাবে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় যে সম্বন্ধে পূর্বে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত সদ্ভাবে বসবাস কর; যদি তোমরা তাহাদিগকে অপসন্দ কর, তবে স্মরণ রাখিও এমন হইতে পারে, তোমরা এক বস্তুকে অপসন্দ করিতেছ এবং আল্লাহ উহার মধ্যে প্রভূত কল্যাণ রাখিয়াছেন।

(৩-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

এলেম ও জ্ঞানঅর্জনের উৎসাহ দান

৮৪। হযরত ইবনে মস্উদ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেনঃ "আল্লাহ্তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সদা ভাল এবং সুখী রাখুন যে আমার নিকট কোন ভাল কথা শোনে এবং আগে উহা ঠিক সেই রূপই পৌছায়, যেরূপ শুনিয়াছিল। কারণ, অনেক এমন মানুষ আছে যাহাদিগকে কথা পৌছান হয়, তাহারা শ্রোতা হইতে অধিক স্মরণ রাখিতে পারে এবং বুঝিয়া শুনিয়া উপকৃত হয়।" (তিরমিজি)

৮৫। হযরত মুয়াবিয়াহ (রাযিঃ) বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ "আল্লাহ্তায়ালা যে ব্যক্তির মঙ্গল চাহেন এবং তাহাকে উন্নতি দান করিতে চাহেন, তাহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দেন।" (বুখারী)

৮৬। হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেনঃ আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছিঃ "যে ব্যক্তি জ্ঞানর্জনের তালাশে বাহির হয়, আল্লাহ্তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজা সহজ করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ বিদ্যার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের পাখা তাহার সম্মুখে পাতিয়া দেন এবং জ্ঞানীর জন্য জমিন ও আসমানবাসী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমন কি, পানির মৎসগুলিও তাহার জন্য দোওয়া করে। 'আলেমের' (জ্ঞানী ব্যক্তির) ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) আবেদ তথা এবাদতকারী সাধকের উপর তেমদই, যেমন চাঁদের ফযিলত অন্য গ্রহ নক্ষত্রের উপর রহিয়াছে। এবং উলামা নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা পয়সা ওয়ারিশী ছাড়িয়া যান না, বরং তাঁহাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ হইল তত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে মহা সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধিকারী হয়।" (তিরমিযি)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত ও অনুদিত)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

সুরা নিসা

(২-এর পাতার পর)

২১। এবং যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য এক স্ত্রী বদলাইতে চাহ এবং তাহাদের কাহাকেও প্রভূত অর্থ দিয়া থাক, তথাপি উহা হইতে কিছুই ফিরাইয়া লইও না, তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা উহা ফিরাইয়া লইবে ?

২২। এবং তোমরা কিরূপে উহা (অর্থাৎ মাল) ফিরাইয়া লইবে ? অথচ তোমরা একে অপরের সহিত মিলিত হইয়াছ, এবং তাহারা (অর্থাৎ স্ত্রীগণ) তোমাদের নিকট হইতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছে।

২৩। এবং নারীদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে তাহাদিগকে বিবাহ করিও না, তবে পূর্বে যাহা হইয়াছে ; নিশ্চয় ইহা অতিশয় অশ্লীল এবং ক্রোধ-উদ্দীপক এবং নিকৃষ্ট প্রথা।

(ক্রমশঃ)

["তফসীরে সগীর" হইতে পবিত্র কুরআনের তরজমার বঙ্গানুবাদ]

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর

অমৃত বাণী

ভারতবর্ষে ইসলাম

"ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারনা যে ভারতবর্ষে ইসলাম তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। কখনও নয়। ভারতবর্ষে ইসলাম বাদশাহগণ বলপূর্বক বিস্তার দেয় নাই, বরং দ্বীনের দিকে তো তাহাদের মনোযোগ খুব কমই ছিল। (প্রকৃতপক্ষে) ভারতবর্ষে ইসলাম বিস্তার এদেশের ঐ সকল অতীত আওলিয়া ও বুজুর্গানে-দ্বীনের আধ্যাত্মিক মনোযোগ (তওয়াজ্জো), দোওয়া এবং অলৌকিক ক্রিয়ার-ই ফলশ্রুতি ছিল। মানব হৃদয়ে ইসলামের মহব্বত প্রবিষ্ট করাইতে পারে এরূপ তওফিক বাদশাহদের কোথায় ঘটে?! যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষ ইসলামের নমুনা ও আদর্শ স্বয়ং তাহার অস্তিত্বে প্রকাশ করিয়া না দেখায় ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যের উপর কোন আসর বা প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারে না। এই সকল বুজুর্গ আল্লাহ্‌তায়ালার সমীপে আত্মবিলীন হইয়া নিজেরা মূর্তিমান কুরআন ও মূর্তিমান ইসলাম এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিকাশস্থল ও প্রতিবিম্ব হইয়া যান। তখনই আল্লাহ্‌-তায়ালার তরফ হইতে তাহাদিগকে এক আকর্ষণী শক্তি দান করা হয় এবং পবিত্রচেতা ব্যক্তিদের মধ্যে উহার ক্রিয়া ও প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়া চলিতে থাকে। নব্বই কোটি মুসলমান এরূপ লোকের আধ্যাত্মিক মনোযোগ ও আকর্ষণী শক্তির দ্বারাই হইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যে এত বহুল সংখ্যায় ব্যাপ্তি অন্য কোন ধর্মই কখনও লাভ করে নাই। ঐ সকল লোকই ছিলেন যাঁহারা প্রকৃত পূণ্য ও তকওয়ার পরাকাষ্ঠা ও নমুনা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সজোরে উত্তোজিত ও প্রকাশিত হয় এবং মানুষকে (সত্যের দিকে) আকৃষ্ট করে। কিন্তু ঐ সকল বুজুর্গও সাধারণ লোকের নিন্দা ও গালি-গালাজ হইতে নিস্তার পান নাই। যদিও আমি অধিকতর এই শ্রেণীর লোকের গালি-গালাজের শিকার ও লক্ষ্যস্থল হইয়া চলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা (অতীতের বুজুর্গান) সকলই এরূপ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। আমাদের এই উলেমা সর্বকালে কিছু না কিছু এরূপ করিয়াই আসিয়াছেন।"

(মলফুযাত ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭)

"আমি আপনাকে (স্যার সৈয়দ আহমদ খান—অনুবাদক) দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিতেছি, আমাকে সুস্পষ্টাক্ষারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আর একবার পুনরায় ইসলামের দিকে হিন্দু ধর্মের ইসলামের দিকে জোরে-শোরে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।"

(ইশতেহার ১২ই মার্চ ১৮৯৭ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

জুমার খোৎবা

সৈয়্যেদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

(১লা জানুয়ারী ডিসেম্বর ১৯৮২ ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত)

আজ ১৯৮২ইং সালের প্রথম দিবস, এবং এবারের বৎসর শুক্রবার হইতে আরম্ভ হইতেছে ;

শুক্রবারও আমাদের জন্য ঈদের দিন ; আল্লাহ করুন, সারা বৎসর ব্যাপী যেন আমাদের জন্য ঈদের পরিমণ্ডল বিরাজ করে।

আজ আমি ওক্‌ফে-জদীদের নববর্ষেরও ঘোষণা করিতেছি।

আমি আশা রাখি, জামাত আহমদীয়া চলতি বৎসরে ওক্‌ফে জদীদের নির্ধারিত বাজেট পূর্ণ করিয়া দিবে। ইনশাআল্লাহ।

প্রতি সপ্তাহ আমার এই পয়গাম প্রতিটি গ্রামে যেন পৌঁছান হয় যে আমাদিগকে আপনাদের ছেলে দিন যাহাতে বড়দের আমরা তরবিয়ত করিতে পারি।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন : কাশি হইয়া গিয়াছে। দোওয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ ফজল করেন। আমীন।

আজ খ্রীষ্টীয় কেলেণ্ডারের নতুন বৎসর শুরু হইতেছে অর্থাৎ ১৯৮২ইং সালের ইহা প্রথম দিন, এবং ইহা শুক্রবার হইতে শুরু হইতেছে। হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন যে, জুমা বা শুক্রবারও আমাদের জন্য ঈদের দিন। খোদা করুন, সারা বছর ব্যাপীই যেন আমাদের জন্য ঈদের পরিমণ্ডল বিরাজ করে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতরাজী ঈদের উপকরণ আমাদের জন্য সৃষ্টি করিতে থাকে। আপনাদের জন্য এবং যেখানেই যে আহমদীরা আছেন তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এই নব বর্ষকে মোবারক করুন, এবং যাহারা জুমা বা শুক্রবারকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফরমান অনুযায়ী ঈদের দিন বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাদের সকলের জন্যও বরকত ও কল্যাণের উপাদান সৃষ্টি করুন।

ওক্‌ফে-জদীদের বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে এবং জানুয়ারীর প্রথম জুমার মওকায় আমি ইহার নববর্ষের ঘোষণা করিয়া থাকি। ঘটনাক্রমে এই জুমা বা শুক্রবার বৎসরের প্রথম দিনও বটে। এই নববর্ষ ওক্‌ফে-জদীদের ক্ষেত্রে আহমদীয়তের প্রাপ্তবয়স্কদের দিক দিয়া আমাদের মুজাহেদা ও প্রচেষ্টার ২৫তম বৎসর এবং দফতরে-আতফালের (ছেলে-মেয়েদের) ১৭তম বৎসর। প্রাপ্তবয়স্কদের ২৫তম এবং আতফালের ১৭তম বর্ষের সূচনা ও প্রারম্ভের আজ আমি ঘোষণা করিতেছি।

দুই প্রকারের কুরবাণী আমাদের যাযলী তনযিম (অঙ্গ প্রতিষ্ঠান) সমূহও খোদাতায়ালার

সমীপে পেশ করিয়া যাইতেছেন। একটি মালী (আর্থিক), এবং দ্বিতীয়টি হইল ঐ সকল কুরবানীর সমষ্টি, যেগুলির সহিত আর্থিক কুরবানীর সম্পর্ক নাই। মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে যে বাজেট ওক্‌ফে-জদীদ নিজ পর্যবেক্ষণে সাব্যস্ত করিয়া থাকে এখনও সেই বাজেট কার্যতঃ আমরা পূর্ণ করিতে শুরু করি নাই। সেইজন্য মালী কুরবানীর ক্ষেত্রে আমি আশা রাখি যে, চলতি বৎসরে জামাত আহমদীয়া তাহাদের বাজেটকে পূর্ণ করিয়া দিবে। ইনশাআল্লাহ।

ওক্‌ফে-জদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং হইল গ্রাম সমূহের তরবিয়ত। আহমদী গ্রামসমূহ (অর্থাৎ দেশ ব্যাপী যে সকল গ্রামে আহমদীরা বাস করেন, আর অন্যেরাও বাস করেন কিন্তু যেখানে আহমদীদের বসবাস রহিয়াছে সেগুলিকে আপাততঃ আমি আহমদী গ্রাম বলিতেছি) এই সকল আহমদী গ্রামের সংখ্যা প্রতিবৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। চব্বিশ বৎসর পূর্বে যখন এই তাহরীক শুরু হইয়াছিল হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর দ্বারা, তখন এই নেযামের অধীন তরবীয়তের আওতা-ভুক্ত গ্রামগুলির সংখ্যা ওক্‌ফে জদীদের জীবন-ওক্‌ফকারীদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। এখনও ওক্‌ফ-কারীদের সংখ্যা এবং আহমদী গ্রামগুলির মধ্যে তুলনামূলক সম্পর্ক ও ব্যবধান কম হয় নাই বরং বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা আনন্দিত যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বেশীরও বেশী মানুষকে তাঁহার নৈকট্যের পথ সমূহ দেখাইয়া চলিয়াছেন এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দ্বারা আনিত নূরের দ্বারা অধিকতর সংখ্যায় মানুষ উপকৃত হইয়া চলিয়াছেন। প্রতিবৎসর ইহাতে প্রবৃদ্ধি ঘটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু তরবিয়তদানকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমিয়া যাইতেছে গ্রামগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। সেইজন্য এখন ওক্‌ফে-জদীদের বিশেষ প্রয়োজন হইল ওক্‌ফে-জদীদে জীবন-ওক্‌ফকারীদের।

ওক্‌ফে-জদীদের ওয়াকেফীনদের জ্ঞানগত যোগ্যতার মান ভিন্নতর। তাহারা জামেয়া আহমদীয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শাহেদ নয়। ওক্‌ফে-জদীদের ওয়াকেফীনের নিজস্ব তরবিয়ত ও তালিমের এক পৃথক নেযাম আছে। যাহারা ওয়াকেফীনে-ওয়াক্‌ফে-জদীদ তাহারা বয়সের দিক দিয়া অল্প বয়সের এবং অভিজ্ঞতার দিক দিয়া স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সেইজন্য এক তো আমি আঞ্জুমানে ওক্‌ফে-জদীদকে এই উপদেশ দিব যে, তাহাদের নিকট যতজন ওয়াকেফীন-ওক্‌ফে-জদীদ আছেন তাহাদের এলমী এবং এল্‌মের ভিত্তিতে আখলাকী ও রুহানী তরবিয়তের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করুক এবং সেই পরিকল্পনা হইল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করার ও হৃদয়ঙ্গম করার এবং ইহার ফল-শ্রুতিতে সেই আসর ও সুপ্রভাব গ্রহণ করার, যে আসর ও প্রভাব একজন তকওয়াশীল হৃদয় এই সকল গ্রন্থ পাঠে গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি প্রত্যেক ওয়াকেফে-ওক্‌ফে-জদীদের জিম্মায় ইহা লাগান হয়, তাহার উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় যে, সপ্তাহের সাতটি দিনে প্রতিদিন সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলীর কমপক্ষে পনের পৃষ্ঠা পাঠ করিবে, তাহা হইলে ইহার ফলে তাহাদের জ্ঞানও বাড়িবে এবং তাহাদের মনোযোগ নিজেদের

নাফ্‌সর ইসলাহের দিকেও অধিকতর নিবদ্ধ হইবে এবং অন্যান্যদের তরবিয়ত করার যোগ্যতাও বৃদ্ধি পাইবে, এবং যতটুকুও তাহারা লিখতে জানে বিশ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া নিজ সাধ্যানুযায়ী কমপক্ষে পাঁচটি কথা তাহারা তাহাদের খাতায় লিখিবে যে. সেইগুলি বিশেষরূপে তাহারা ঐ সকল পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়াছে, যেগুলি তরবিয়ত ইত্যাদির দিক দিয়া তাহাদের কাজে আসিবে।

জামাতকে আমি বলিতেছি যে বর্তমানে ১০০ এক শতেরও কম ওক্‌ফে-জদীদের ওয়াকেফীন রহিয়াছেন। ইহাতে আমাদের প্রয়োজনের বিশতম অংশও পূর্ণ হয় না। সেইজন্য এরূপ যুবকদের প্রয়োজন যাহারা স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাগত মানের দিক দিয়া ওক্‌ফে-জদীদের নির্ধারিত নিয়মাবলীতে উত্তীর্ণ হয় এবং তাহাদের অন্তরে যেন ইসলামের খেদমতের জয্‌বা রাখে এবং তাহাদের মধ্যে তরবিয়তের যোগ্যতাও থাকে অর্থাৎ তাহাদের নিজেদেরও তরবিয়ত হইয়া থাকে—এরূপ যেন না হয় যে তাহারা তাহাদের গৃহে চক্ষু বন্ধ রাখিয়া গালি-গালাজের অভ্যাস সহকারে ওক্‌ফে-জদীদে আসিয়া পড়ে—মোট কথা, যেসকল বাহ্যিক (চরিত্রগত) মোটা মোটা বিষয় রহিয়াছে, কমপক্ষে সেগুলির দিক দিয়া সংস্কৃত ভদ্র ও সভ্য এবং তরবিয়ত প্রাপ্ত হওয়া চাই ; তেমনি তাহাদের মধ্যে দেলের তকওয়া থাকা চাই যাহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই জানেন, উহার সম্বন্ধে আমিও ফয়সালা করিতে পারি না, আপনারা পারেন না কিন্তু রুহের জয্‌বা যাহা অভিব্যক্ত ও পরিদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং যাহার সম্বন্ধে আমরা ফয়সালা করিতে পারি উহা তাহাদের মধ্যে থাকা উচিত। এতদ্বিষয়ে আমার পয়গাম প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি গ্রামে পৌঁছান হউক যে, আমাদিগকে আপনাদের ছেলে দিন যাহাতে বড়দের আমরা তরবিয়ত দিতে পারি ; আমাদিগকে আপনাদের ছেলে দিন যাহাতে আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের প্রাথমিক তরবিয়ত দান করিতে পারি।

যখন আমি বলিয়াছিলাম, ওক্‌ফে-জদীদের জিম্মায় তরবিয়তের কর্তব্য ন্যস্ত রহিয়াছে তখন উহার দ্বারা চূড়ান্ত তরবিয়ত বুঝায় নাই, বরং আমার উদ্দেশ ছিল এই যে, ছোট ছোট বিষয়ে যে তরবিয়ত হওয়া দরকার, একজন আহ্‌মদীর যে ন্যূনতম মান থাকা চাই উহাতে উপনীত তো হওয়া উচিত। যেমন কাহাকেও গাল-মন্দ না দেওয়া, 'ওই' বলিয়া কাহাকেও না ডাকা, 'তুই' না বলা, এমন কি নিজের মধ্যে কোন ছোটকেও না।

আমি বড়দিগকেও নসিহত করি যে, আপনাদের বাচ্চাদেরকেও 'আপনি' করিয়া বলুন। যদি আপনারা আপনাদের বাচ্চাদিগকে 'আপনি' করিয়া না বলেন, তাহা হইলে তাহারা বড়দিগকেও 'আপনি' করিয়া বলিবে না। যদি আপনারা আনাদের বাচ্চাদের 'আপনি' করিয়া ডাকিবেন, তাহা হইলে তাহাদের 'আপনি' করিয়া ডাকিবার অভ্যাস হইবে, তাহারা বড়দের ও ছোটদের উভয়কেই 'আপনি' করিয়া ডাকিবে। এবং যাহারা আপনাদের পরিবেশে আসিয়া আপনাদের বাচ্চাদিগকে 'তুই' না বলিয়া প্রত্যেকের সহিত 'আপনি' করিয়া কথা বলিতে শুনিবে তখন তাহারা বড়ই আনন্দ উপভোগ করিবে।

(১০-এর পাতায় দেখুন)

ক্রুশ থেকে পরিত্রাণ

হ্যরত মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান

প্রণীত 'Deliverance From the Cross' পুস্তকের ধারাবাহিক অনুবাদ :

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৪)

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ইস্রায়েল জাতি এমনভাবে আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত হয়ে পড়েছিল যে তাদের মধ্যে এমন কোন পুরুষ ছিল না যে ঐশী বিবেচনায় সেই মসীহের পিতৃত্বের অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত বলে পরিগণিত হতে পারে যে মসীহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে ইস্রায়েলের বংশধরগণ খোদাতায়ালার সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এবং এর ফলশ্রুতিতে পরিত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। ইস্রায়েল জাতিকে এই মর্মে পূর্বেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে যদি তারা যীশুকে অস্বীকার করে তাহ'লে তারা খোদার রাজত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং ঐ রাজত্ব অন্য একটি ফলদায়ক জাতির হাতে তুলে দেওয়া হবে (মথি ২১:৪৩)। এই ভবিষ্যদ্বাণীর মর্মার্থ এই ছিল যে, কালক্রমে ইস্রায়েলের ঘর থেকে নবুয়তের নেয়ামত অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে।

যীশু উপরোক্ত বিষয়টি বনী ইস্রায়েলের কাছে নাটকীয়ভাবে একটি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন। সেই উপদেশাত্মক গল্পটি এখানে উল্লেখ করা হলো : "এক ব্যক্তির একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল। সে উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার ভার কতিপয় কৃষকের উপর ন্যাস্ত করেছিল। অতঃপর সে একটি দূরবর্তী দেশে চলে গেল এবং উৎপাদন মৌসুমে দ্রাক্ষা সংগ্রহের জন্য ঐ কৃষকদের কাছে তার চাকরকে প্রেরণ করলো। কৃষকরা চাকরটিকে মার ধর করে শূন্য হাতে বিদায় দিল। তারপর দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক আর একটি চাকরকে পাঠালো, কিন্তু তাকেও কৃষকরা মার-ধর এবং চরম দুর্ব্যবহার করে শূন্যহাতে তাড়িয়ে দিল। তারপর সে তৃতীয় চাকরকে পাঠালো, কিন্তু তাকেও কৃষকরা নিদারুণভাবে আঘাত করে তাড়িয়ে দিল। তখন সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক বললো : আমি কি করবো ? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাবো : এমনও হতে পারে যে, তাকে দেখলে তারা হয়তো সম্মান দেখাবে। কিন্তু যখন কৃষকরা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিকের পুত্রকে দেখলো তখন তারা নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলো এবং তারা বললো : এই ব্যক্তি দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তরাধিকারী। সুতরাং চলো আমরা তাকে মেরে ফেলি যাতে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের উত্তরাধিকারী বলতে কেউ না থাকে এবং আমরাই মালিক হতে পারি।' পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করলো এবং তাকে হত্যা করে ফেললো। এমতাবস্থায় দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক কৃষকদের সংগে কিরূপ ব্যবহার করতে পারেন ? স্বাভাবিকভাবেই তিনি স্বয়ং ঐ সকল কৃষকদের নিকট আগমন করবেন এবং তাদের ধ্বংস করবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি অন্যদের দান করবেন। এই কথা শ্রবন করে তারা বললো, খোদা, এরূপ যেন না ঘটে।" (লুক ২০:৯ মথি ২১:৩২-৪১ মার্ক ১২:১-৯)।

যাদের সামনে যীশুখ্রীষ্ট এই গল্পটি বলে ছিলেন তারা ভালভাবেই এই সতর্কবানীর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। অর্থাৎ তারা বুঝতে পেরেছিল যে. যদি তারা যীশুকে অস্বীকার করে তাহ'লে নবুয়তের নেয়ামত তাদের বংশ থেকে প্রত্যাহৃত হবে এবং অন্য জাতিকে তা দান করা হবে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে পারে নাই যে, এরূপ ঘটনা সত্যসত্যই সংঘটিত হবে– যে কারণে ঐ গল্পটি শ্রবনের পর তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল: 'খোদা, এরূপ যেন না ঘটে'। যাহোক যীশুর বর্ণনা এখানেই শেষ হয়ে যায় নাই.

তিনি আরো অগ্রসর হয়ে বলেছেন: "তাহলে সেই বিষয়টির অর্থ কি যা এই মর্মে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, যে প্রস্তর-খণ্ডটিকে নির্মতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেই প্রস্তর-খণ্ডটিই গৃহ-কোনের শীর্ষস্থানে পর্যবসিত হয়েছে? যেকেউ সেই প্রস্তরের উপর নিপতিত হবে, সে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে; আর যার উপর সেই প্রস্তর নিপতিত হবে তাকে উহা চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলবে।" (লুক, ২০:১৭-১৮ মথি, ২১:৪২-৪৪; মার্ক ১২:১০-১১)।

তাই চুক্তিভঙ্গকারী কৃষকদের কাহিনী শোনার পর তাদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে যীশু তাকে এই মর্মে অবহিত করলেন যে. ধর্মশাস্ত্রে নবুয়ত-সৌধের কোনের প্রস্তর-খণ্ডটি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তার দ্বারা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধর—যারা ছিল বনি ইস্রায়েল কর্তৃক প্রত্যাখ্যান এবং বিদ্বেষিত—তাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠতম নবীর আবির্ভাবের কথা বুঝানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের উপর সেই মহানবীর সুনিশ্চিত বিজয় লাভের ভবিষ্যদ্বানীও তিনি পেশ করে ছিলেন।

কিন্তু বনী ইস্রায়েল যীশুখৃষ্টকে শুধু অস্বীকারই করে নাই, তাঁকে তারা ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতেও চেষ্টা করেছে এবং এভাবে নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত করেছে। মানুষের জন্য খোদাতায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো নবুয়ত—আর সেই নেয়ামতের দ্বার তাদের জন্য রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এরই ফলশ্রুতিতে যীশুর পরে ইস্রায়েল জাতিতে আর কোন নবী প্রেরিত হয় নাই।

বস্তুতঃ যীশুর জন্ম-পদ্ধতি একটি ঐশী নির্দেশক বা 'সিগন্যাল' ছিল এবং এই সিগন্যালের দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছিল যে, অতি সত্বর নবুয়তের আশীস ধারা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর গৃহ হতে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর গৃহে স্থানান্তরিত হতে যাচ্ছে। (ক্রমশঃ)

অনুবাদ: **মোঃ খলিলুর রহমান**

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া যাইবে।"

[আমাদের শিক্ষা পৃঃ-২৭]

–হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৮)

স্বাধীন মুসলমানদের উপর অত্যাচার

স্বাধীন মুসলমানদের উপরও অত্যাচার কম হইত না। তাহাদের সর্দারগণ ও পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের উপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার করিত। হযরত উসমান (রাঃ)-এর বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর ছিল এবং তিনি ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কুরাইশগণ যখন মুসলমানগণের উপর অত্যাচার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল তখন তাঁহার চাচা হাকাম তাঁহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া বেদম প্রহার করিল। যুবায়ের বিন-আওয়াম (রাঃ) একজন খুবই সাহসী যুবক ছিলেন। ইসলামের বিজয়ের যুগে তিনি একজন প্রসিদ্ধ সেনাধ্যক্ষ হিসাবে পরিগণিত হন। তাঁহার চাচাও তাঁহাকে খুব কষ্ট দিত। তাঁহাকে মাদুর দ্বারা জড়াইত এবং তাঁহার নীচে ধোঁয়া দিত যাহাতে তাঁহার শ্বাস রূদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'এখনও তুমি ইসলাম পরিত্যাগ করিবে না ?' কিন্তু তিনি ঐ কষ্ট সহ্য করিয়া উত্তর দিতেন, "আমি সত্যকে জানিয়াছি! ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না।"

হযরত আবুজর (রাঃ) গাফফার গোত্রের এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শুনিলেন যে, মক্কার কোন এক ব্যক্তি খোদাতায়ালার নবী বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তিনি অনুসন্ধান

জুমার খোৎবা

(৭-এর পাতার পর)

আঞ্জুমন ওক্ফে-জদীদ সম্পর্কিত কিছুটা অংশ এখন আমি বর্ণনা করিলাম, আর কিছু অংশ আছে জামাতের সহিত সম্পৃক্ত। উভয়কে তাহাদের জিম্মাদারী ও দায়িত্বাবলী পূর্ণ উদ্‌যোগ ও মনোযোগের সহিত সম্পাদন করা উচিত। ইহার দৃষ্টান্ত তো এমনই যেমন একটা গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে, উহার ভিতগুলি খুঁড়িয়া কংক্রিট ভরা হয়; তারপর সেগুলির উপর দেয়াল তোলা হয়। ওয়াকেফীনে-ওক্ফে-জদীদের কাজ হইল কংক্রিট ভরা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরশীলাগুলিকে একীভূত করিয়া দেওয়া, এরূপ যোগ্য করিয়া তোলা যাহাতে উচ্চপর্যায়ের তা'লীম ও তরবিয়ত যখন তাহাদিগকে দান করা হয়, তখন তাহারা যেন উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকে এবং উহাকে বোঝা না মনে করে। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন। আমীন।

কাশি আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতেছে কিন্তু এই এলান ও ঘোষণার কারণ বশতঃ আমি এই জুমার খোৎবা ছাড়িয়া দেওয়া পছন্দ করিলাম না। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে সদা সুস্থ রাখুন। আমিন। (আল-ফজল ৬ই জানুয়ারী ১৯৮২ইং)

অনুবাদ—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

করিবার জন্য মক্কায় আসিলেন। মক্কাবাসীগণ তাঁহাকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিল। তাহারা বলিল যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাহাদের আত্মীয় এবং তাহারা জানে যে, তিনি একটি দোকান খুলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আবুজর (রাঃ) তাঁহার সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না এবং বিভিন্ন প্রকার পন্থা অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত রসুলে করিম (সাঃ) এর নিকট পেঁৗছিলেন। মহানবী (সাঃ) ইসলামের শিক্ষা পেশ করিলেন। আবুজর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি তিনি কিছু দিন পর্যন্ত তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তাঁহার গোত্রের লোকদিগকে না জানান তাহা হইলে ইহাতে কোন ক্ষতি হইবে কিনা। মহানবী (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, কয়েকদিন গোপন রাখিলে কোন ক্ষতি হইবে না। এই অনুমতি লইয়া তিনি নিজের গোত্রের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজের আচার-আচরণ ঠিক করিয়া লইয়া ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রকাশ করিবেন। মক্কার পথ দিয়া যাইবার সময় তিনি দেখিলেন যে, মক্কার সর্দারগণ ইসলামের বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া ইসলাম গ্রহণের সংবাদ কিছু দিনের জন্য গোপন রাখিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয় হইতে মূহুর্তের মধ্যেই বিদূরীত হইয়া গেল এবং বেপরোয়া ভাবে তিনি ঐ মজলিসের সম্মুখেই বলিয়া উঠিলেন, "আশ্‌হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারিকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ।" শত্রুদের মজলিসে তৌহীদের এই বাণী ঘোষিত হওয়া মাত্র সমস্ত লোক তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল এবং তাঁহাকে এত প্রহার করিল যে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতেও অত্যাচারীগণ নিবৃত্ত হইল না এবং প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আব্বাস (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে মক্কাবাসীগণের খাদ্য-শস্যের কাফেলা আবুজর (রাঃ)-এর গোত্রের এলাকার উপর দিয়া আসে। যদি তাঁহার গোত্রের লোকজন বিগড়াইয়া যায় তাহা হইলে মক্কাবাসীগণকে না খাইয়া মরিতে হইবে। তখন তাহারা আবুজর (রাঃ)-কে ছাড়িয়া দিল। তিনি একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় দিন পুনরায় তিনি ঐ মজলিসে আসিয়া হাজির হইলেন। সেখানে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলা নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি খানা-এ-কাবায় গেলেন তখন ঐখানেও একই ধরনের কথাবার্তা হইতেছিল। তিনি পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার তৌহিদের আকিদা ঘোষণা করিলেন। ফলে পুনরায় ঐ সমস্ত লোক তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। এই ঘটনা তৃতীয় দিনও ঘটিল। অতঃপর তিনি তাঁহার নিজের গোত্রে ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ: **অধ্যাপক আবদুল লতিফ**

জামাত আহমদীয়ার ৮৯তম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় বার্ষিক জলসায়

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর উদ্বোধনী ভাষণ

"দোওয়া করুন, আমাদের গৃহগুলি যেন জাগতিক ভাণ্ডারের পরিবর্তে কুরআনী ভাণ্ডারে ভরপুর থাকে।

"জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানব মণ্ডলীই জামাতে আহমদিয়ার সভ্যবৃন্দের দোওয়ার মুখাপেক্ষী ও উহার আওতাভুক্ত।

রাবওয়া, ২৬শে ডিসেম্বর ৮১ইং—আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে সকরুণ দোওয়া ও যিকরে-ইলাহী এবং তসবীহ ও তাহমীদে উদ্ভাসিত পরিমণ্ডলে আজ বেলা সকাল ৯॥ ঘটিকায় মসজিদে আকসার সম্মুখস্থ সুসজ্জিত সুবিশাল মাঠে আয়োজিত জামাতে আহমদীয়ার ৮৯তম আন্তর্জাতিক কেন্দ্রীয় সালানা জলসার উদ্বোধন করিতে গিয়া সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে কুরআনী আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়া সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের বন্ধুদিগকে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাতের উপর অগণিত দায়িত্ব ন্যাস্ত হয়। সেই দায়িত্বাবলী সম্পাদনার্থে সবিশেষ দোওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। বিনাব্যতিক্রমে সমগ্র মানব মণ্ডলী জামাতে আহমদীয়ার সভ্যবৃন্দের দোওয়ার মুখাপেক্ষী ও উহার আওতাভুক্ত।

সৈয়্যদনা হুজুর আকদাস (আইঃ) মুদ্রিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী ঠিক সোয়া নয় ঘটিকায় জলসাগাহে শুভাগমন করেন। হুজুরের শুভাগমনে ষ্টেজ হইতে ঘোষণা করা হইল: 'হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) জামাত আহমদীয়ার ৮৯তম সালানা জলসার উদ্বোধনার্থে তশরিফ আনায়ন করিতেছেন। আমরা আমাদের প্রিয় ইমামকে 'খোশ আমদেদ' জ্ঞাপন করিতেছি। —'আহলান ওয়া সাহলান ওয়া মারহবা।' ইহার সঙ্গে সঙ্গে জলসাগাহে দেশ-বিদেশ হইতে আগত দুই লক্ষেরও উর্ধে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী 'আহ্‌লান ওয়, সাহ্‌লান ওয়া মরহাবা' উচ্চারণ করিয়া তাহাদের প্রিয় ইমামকে সাগত জানায়। হুজুর মঞ্চে উপবিষ্ট হইলে আকাশ-বাতাস নিম্নরূপ না'রা সমূহে মুখোরিত হইয়া উঠে:

'নারা-এ-তকবীর—আল্লাহুয়াকবার; ইসলাম—জিন্দাবাদ; খানা-এ-কা'বা—জিন্দাবাদ; ইমামে-ওয়াক্ত—জিন্দাবাদ; মহব্বাত কা সফীর (প্রীতি ও প্রেমের দূত) মির্যা নাসের আহ্‌মদ—জিন্দাবাদ; মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কি জয়; না'রা-এ-তকবীর—আল্লাহুআকবর।'

হুজুর (আইঃ) সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে উদ্বোধনী অধিবেশন তেলাওয়াতে কুরআন করীমের দ্বারা আরম্ভ হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব ডঃ হাফেজ মসউদ আহমদ

সাহেব (নায়েবে আমীর, সারগোধা)। অতঃপর জনাব চৌধুরী শব্বীর আহমদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মর্মস্পর্শী তত্ত্বপূর্ণ কাব্য দুরে-সমীন হইতে বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত অংশ অতি আকর্ষণীয় মধুর কণ্ঠে পাঠ করিয়া শুনান।

অতঃপর হুজুরে আকদাস (আইঃ) তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ আরম্ভ করেন। তাশাহুদ তায়াওউজ এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর নিম্নরূপ কুরআনী আয়াত :

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب
والحكمة ويزكيهم - انك انت العزيز الحكيم ○ (البقرة : ١٣٠)
هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ○ (الجمعة : ٣)

উক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ পূর্বক হুজুর বলেন : আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যে ইলহামী দোওয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁহার বংশধর ও সন্তানদের দ্বারাও করান, এমনিধারায় তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এক মহামান্বিত রসূল প্রেরণের জন্য কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। হুজুর বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে দোয়াটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বারা করাইয়াছিলেন, উহার কবুলিয়তের কথা সূরা জুমায় উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে, 'উম্মিয়ীন' (তথা নিরক্ষরগণ)-এর মধ্যকার এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌তায়ালা মহান আয়াত সহকারে প্রেরণ করেন যাহাতে তাহারা ঐ সকল আয়াতের ফলশ্রুতিতে 'তায্‌কিয়া-এ-নফস' (তথা আত্মশুদ্ধি) লাভের পথে পরিচালিত হয় এবং তায্‌কিয়া-এ-নফ্‌সের ফলশ্রুতিতে তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার কিতাব কুরআন মজীদের জ্ঞান অধিক হইতে অধিকতর লাভ করিতে থাকে এবং হেকমত ও তত্ত্বাবলী শিখিতে তৎপর হয়। উক্ত আয়াতে এ বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে হেদায়ত গ্রহণের উপকরণ সৃষ্টি হয় এবং উহার পাশাপাশী কিছু পরিমাণ তাযকিয়া-এ-নফ্‌স বা আত্মশুদ্ধিও সাধিত হয়। তারপর এই মহান ও পবিত্র কিতাবের বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর শিক্ষার ফলশ্রুতিতে তাহারা তাযকিয়া-এ-নফসের ক্ষেত্রে উন্নতি করিয়া সেই সকল 'মুতাহ্‌হরীন' (পবিত্রীকৃত বান্দাগণ)-এর অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে যাঁহারা কুরআন করীমের এল্‌ম হাসিল করেন। তাযকিয়া-এ-নফসের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনে পবিত্রতাও বৃদ্ধিলাভ করিতে থাকে এবং পরিণামে তাহারা কুরআন করীমের অসীম জ্ঞানাবলীতেও আগাইয়া যাইতে থাকে। এমনি ধারায় তাহাদের জন্য অপরিসীম উন্নতির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়া যায়।

হুজুর বলেন, এমনিভাবে আল্লাহ্‌তায়ালা ক্রমে ক্রমে তাঁহার এই বান্দাদের তরবিয়ত শুরু করেন এবং একটির পর একটি করিয়া কুরআন করীমের আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হইতে থাকে, এমনকি ঐ সকল লোক যাহারা বরবরতায় বিখ্যাত ছিল, আখলাক ও চরিত্রের নমুনা ও পরাকাষ্ঠা হইয়া যায় এবং আল্লাহ্‌তায়ালা যে নূর ও সৌন্দর্য তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন উহা প্রদর্শন পূর্বক ধীরে ধীরে তাহারা জগৎব্যাপী মানবহৃদয় জয় করিতে শুরু করে। এবং

যাহাদের মন জয় করা হয় তাহারা আবার নিজেদের নূর ও সৌন্দর্যের প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের হৃদয়ে আলো, আচার-ব্যবহারে মাধুর্য ও লাবণ্য এবং নমুনা ও দৃষ্টান্তে সুপ্রভাব সূচীত হইতে লাগিল এবং সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত বিস্তৃতি ও ব্যপ্তির সেই ধারা ক্রমাগত সচল রহিয়াছে। এই চৌদ্দশত বৎসরকালে (এই উম্মতের উপর) এরূপ যুগ কখনও আসে নাই যখন খোদাতায়ালা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আশিক ও প্রেমিক এবং আত্মোৎসর্গকৃত ব্যক্তিদের উদ্ভব ঘটে নাই।

হুজুর বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত জামাতের বন্ধুগণ এই রূহানী ও আখলাকী তরবিয়তকে পূর্ণতায় উপনীত করার নিরলস প্রচেষ্টা ও জিদ্দোজেহেদ জারী রাখিবেন ও প্রত্যেক প্রকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিস্তারে অবিচল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকিবেন ও গাল-মন্দ শুনিবেন আর দোওয়া দিবেন এবং পরোপকার করিবেন, আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক আহমদীর চক্ষু কেবল শুভ ও কল্যাণ দেখিবে—অশুভ ও অকল্যাণকে নয়, যতক্ষণ তাহাদের জিহ্বা ও মুখ ঘৃণাভরে কথা বলিবে না বরং সম্মান-শ্রদ্ধা, প্রেম ও প্রীতির সহিত কালাম করিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানব দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানবমণ্ডলীর সেবায় নিয়োজিত থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার নেয়ামতসমূহ লাভে তাহাদের মধ্যে অধিকতর বিনয় ভরে মাটিতে সেজদাবনত হওয়ার আত্মবিলীন সুলভ অবস্থার সৃষ্টি হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার নেয়ামত সমূহ আকাশ হইতে বর্ষিত বারিবিন্দু অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে অবতীর্ণ হইতে থাকিবে এবং তাহারা ক্রমাগত আগাইয়া চলিয়া যাইতে থাকিবে।

হুজুর জামাতের বন্ধুগণকে নসিহত করিয়া বলেন, যখনই আপনারা রুচীবিরুদ্ধ ও অপছন্দনীয় কথা বা বিষয়াবলীর সম্মুখীন হন, আপনাদের তখন খোদাতায়ালার জন্যই খোদার বান্দাগনের সপক্ষে দোওয়া করিতে লাগিয়া যাইবে। খোদাতায়ালা আমাদিগকে তাঁহার 'আব্দ' হওয়ারই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছে, দুঃখ দেওয়ার এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখার জন্য সৃষ্টি করেন নাই।

হুজুর আকদাস (আইঃ) ১৯৭০ সালে তাঁহার আফ্রিকা সফরের কথা স্মরণ করাইয়া সেই প্রীতিকর মূহূর্তের কথা উল্লেখ করেন, যখন হুজুর একটি আফ্রিকান শিশুকে (কোলে তুলিয়া) আদর করিয়াছিলেন এবং তাহাতে উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রফুল্লতা ও আনন্দের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছিল।

হুজুর বলেন, আমাদের উদ্দেশ্য হইল খোদাতায়ালার নূরকে জগতে বিস্তার দেওয়া এবং মানব হৃদয়গুলিকে তদ্দারা আলোকিত করা। হুজুর বলেন যে, আমাদিগকে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুপম সৌন্দর্য হইতে সৌন্দর্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে সারা বিশ্ব মোহাম্মদী পতাকা তলে সমবেত হইয়া মানবমণ্ডলী উম্মতে-ওয়াহেদায় পরিণত হয়। হুজুর বলেন, আমরা আমাদের এই লক্ষ্য হইতে কখনও আমাদের দৃষ্টি সরাইব না, এবং এদিক বা ওদিকও তাকাইব না। হুজুর বলেন, এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যই আমরা সালানা জলসায় সমবেত হইয়া থাকি। হুজুর বলেন যতদূর সম্ভব এই জলসা হইতে ফায়দা গ্রহণ করুণ এবং

নেকী ও পবিত্রতা এবং কল্যাণ মূলক যে সকল কথা শিখুন সেগুলিকে জগত বাসীর নিকট পৌঁছাইয়া দিন এবং সবিনয়ে নিজেদের পয়গাম মানুষের নিকট পৌঁছান।

হুজুর বলেন, কাহারো সহিত আমাদের লড়াই নাই ; কাহারো সহিত আমাদের শত্রুতা নাই । হুজুর বলেন, আমরা আশা রাখি যে, বর্তমান মানব বংশধর যদি না হয় তাহাদের ভবিষ্যৎ পরবর্তী বংশধর আমাদের এই জয্‌বাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া শামিল হইবে।

হুজুর বলেন, আমরা ইহা এজন্য বলি না যে আমাদের কোন কিছুর লোভ বা প্রয়োজন আছে। বরং (শুধু) এজন্য বলি যে, আমরা চাই, আমাদের ভ্রাতাগণ যেন খোদাতায়ালার নূর এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর বরকাত ও কল্যাণরাশী হইতে বঞ্চিত না হন। যেভাবে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হইতেই পাইয়াছি, তেমনি আমাদের খাহেশ ও আকাঙ্খা এই যে, সমগ্র দুনিয়াকে একত্র করিয়া আমরা যেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরণে আনিয়া রাখিতে পারি।

হুজুর বলেন, সুতরাং নিজেদের মোকামকে আপনারা উপ-ধাবন করুন এবং কোন কিছুর পরোয়া করিবেন না।

و من يتو كل على الله فهو حسبه

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'আমার উপর নির্ভর ও আস্থাশীল থাক, তোমাদের আর কোন কিছুর প্রয়োজন হইবে না, আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট।' আমরা কি আল্লাহ্‌তায়ালার ইরশাদের প্রতি কুধারনা পোষণ করিব? কখনও তাহা করিব না। হুজুর বলেন, খোদাতায়ালার উপর তওক্কল করুন। খোদাতায়ালা তাঁহার দ্বীনের গালাবা ও বিষয়ের জন্য যে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম জারী করিয়াছেন উহাতে জামাত আহমদীয়ার নগণ্য আত্মোৎসর্গমূলক প্রচেষ্টারও দখল জারী রহিয়াছে।

হুজুর বলেন, আমাদের রবের সহিত আমাদের বে-ওফায়ী করা উচিত নয় কুরআন করীমের তালিম ও শিক্ষার মাহাত্মা নিচয় জানার ও সনাক্ত করার পর এবং উহার পরিচিত হইবার পর অন্য কোন 'ইজম' শিক্ষা বা আকীদার দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত নয়। খোদাতায়ালার সমীপে সবিনয়ে দোওয়া করুন যেন আমাদিগকে তিনি তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহে সেই পবিত্রতা দান করেন, যাহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান অনুযায়ী কুরআন করীমের জ্ঞান রত্নের ভাণ্ডার সমূহ পাইতে থাকি এবং আমাদের গৃহ যেন দুনিয়ার রত্ন ভাণ্ডারে নয় বরং পবিত্র কুরআনের রত্নভাণ্ডারে ভরপুর থাকে। হুজুর বলেন, এই সালানা জলসায় যে সকল নেক কথা আপনারা শোনেন সেইগুলিকে স্মরণ রাখুন এবং সেগুলির উপর আমল করুন এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোওয়া করিতে থাকুন, তিনি যেন আমাদের হাফেজ ও নাসের হন ; তিনি যেন আমাদিগকে তাঁহার নিকট সমর্পিত রাখেন, অন্য কাহারও নিকট সমর্পিত না করেন, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

অতঃপর হুজুর (আইঃ) সমবেত সকলকে আস সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ' বলিয়া নারা'-এ-তকবীর ও অন্যান্য না'রা সমূহের গুঞ্জরণের মধ্য দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, এবং সালানা জলসার এই উদ্বোধী অধিবেশনের অবশিষ্ট কার্যক্রম মোহতারম শেখ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব (আমীরে জেলা ফয়সালাবাদ)-এর সভাপতিত্বে অব্যহত থাকে।

(আল-ফজল, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৮১ইং)

অনুবাদ—**আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী

আহমদী মুসলমান বাচ্চোঁ কে লিয়ে
পিয়ারে ইসলাম কি পিয়ারি বাতেঁ

আহমদী মুসলমান বালকদের জন্য
প্রিয় ইসলামের প্রিয় কথা

পঞ্চম পাঠ

ভাল কথা

মুসলমানদের জন্য জরুরী যে, সে সর্বদা সত্য বলিবে এবং মিথ্যার প্রতি ঘৃণা রাখিবে, গালি দিবে না, সে গরীবদের সাহায্য করিবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি রাখিবে, বড়দের সম্মান করিবে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে এবং জীবজন্তুর প্রতি রহম করিবে।

আয়াত

আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে বলিয়াছেন (১) ইয়া আই ইউহান্নাছুত বুদু রাব্বাকুম—হে লোক সকল নিজদিগের রবের ইবাদত কর।

(২) আমেনু বিল্লাহে ওয়া রাসুলুহু। আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রাসুলগণের উপর ঈমান আন। (৩) কু'লু লিন্নাছে হুছনান। লোকদিগকে ভাল কথা বল। (৪) কুলু ওয়াশরাবু ওয়া লাতুছরেফু। খাও, পান কর কিন্তু সীমালঙ্ঘন করিও না।

আহাদীস

আমাদের রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন—(১) আল জান্নাতু তাহতা আকদামেল উম্মাহাতে। জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে অবস্থিত। (২) আলাইকুম বেছছিদকে। (তুমি) সব সময় সত্য বলিবে। (৩) ইয়্যাকুম ওয়াল কাজেবা (তুমি) কখনও মিথ্যা বলিবে না। (৪) হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমানে। নিজ দেশকে ভালবাসা ঈমানের অংগ।

(ক্রমশঃ)

(উপরিউক্ত পাঠ্যক্রম প্রত্যেক তিফলকে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সকল স্থানীয় মজলিসের মুরুব্বী আতফাল/নাজেম আতফাল/কায়েদ অথবা অভিভাবক মহোদয়কে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। এশায়াত বিভাগ মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ)।

মাসের নির্ধারিত কিতাব

খোদ্দামুল আহমদীয়ার ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ইং এর নির্ধারিত কিতাব হযরত ইমামুল মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত গ্রন্থ জরুরতুল ইমাম। সকল খোদ্দাম যাহাতে উক্ত গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করে তার জন্য স্থানীয় মজলিসকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

নাজমুল হক
নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ ও নাযমে তালীম
বাঃ মঃ খোঃ আঃ

হযরত সৈয়্যদা বেগম সাহেবার ইন্তেকালে জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিদিগের সমবেদনা জ্ঞাপনের উত্তরে

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর প্রীতিপূর্ণ পবিত্র পত্র

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগন!

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু

সৈয়্যদা মনসুরা বেগমের ইন্তেকালে আপনারা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। জাযাকুমুল্লাহুতায়ালা আহসানাল জাযা।

আমরা এই উপলক্ষে আমাদের রবের সন্তোষে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার তকদীরে প্রীত ও পুলকিত। তাঁহারই উপর আমাদের তওক্কল ও আস্থা রহিয়াছে এবং তাঁহারই আদেশানুযায়ী আমরা বলি 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন'।

মনুসুরা বেগমকে আল্লাহতায়ালা সেই যাবতীয় গুণে বিভূষিত করিয়াছিলেন যেগুলি আমার দায়িত্বাবলী সম্পাদনে আমার জীবন-সঙ্গিনীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। তিনি পরম গাম্ভীর্য সহকারে আত্মোৎসর্গিত জীবন যাপন করতঃ আল্লাহ্তায়ালা কর্তৃক আমার উপর ন্যাস্ত কর্তব্যাবলী সম্পাদনে আমায় অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছেন।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে তাহার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন, ধৈর্য ধারনের তওফিক দিন, এবং প্রতিনিয়ত মনসুরা বেগমের দরজাত বুলন্দ করুন। আমীন।

ওয়াসসালাম

মির্যা নাসের আহমদ

খলিফাতুল মসীহ সালেস

[বাংলাদেশ জামাতে আহমদীয়ার মোহতারম আমীর সাহেবের নামে প্রেরিত পত্রের বঙ্গানুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী]

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই মর্মান্তিক সংবাদ জানানো যাইতেছে যে, ধানীখোলা জামাতের জনাব আফজালুল হক সাহেব বিগত ২৯শে জানুয়ারী রাত ৯ ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় পঞ্চাশের উর্ধে। তিনি এক স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া জান। মরহুম অত্যন্ত মুখলেস আহমদী ছিলেন। তিনি ঢাকা জামাতে বহু দিন যাবৎ হিসাবরক্ষক হিসাবে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করার তওফিক লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা তাহার রুহের মাগফিরাত করুন ও দরাজাত বুলন্দ করুন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের হাফেজ ও নাসের হউন এবং তাহাদিগকে ধৈর্য ধারনের তওফিক দিন। আমীন।

যিকরে খায়ের সভা

বিগত ৫/২/৮২তাং বাদ জুময়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া ময়মনসিংহে ধানী খোলা নিবাসী মরহুম আফজালুল হক সাহেব স্মরণে এক 'যিকরে খায়ের সভা' অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জকীউদ্দিন আহমদ সাহেব উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিভিন্ন জামাতে ঈদ-মীলাদুননবী (সাঃ) দিবস উদ্‌যাপিত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ২৪শে জানুয়ারী ৮২ রোজ রবিবার বাদ আসর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা' স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের সভাপতিত্বে মসজিদে মোবারক, আহমদীয়া পড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন পাক তালোয়াত করেন মৌঃ সামশুজ্জামান সাহেব এবং সভায় রসুলে পাক (দঃ)-এর জীবন আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মৌঃ ছলিমুল্লা সাহেব, ডাঃ আনোয়ার হোসেন সাহেব ও মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। সভায় উর্দু ও বাঙলা নজম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব এস, এম, হাবিবুল্লা ও জনাব এস. এম, করিমুল্লা। সভাপতির ভাষ নর পর সন্ধ্যা ৭টায় দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তী ঘোষণা করা হয়। উক্ত সভায় আনসার. খোদ্দাম. আতফাল ও লাজনা সহ প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। মাইকের সুবন্দোবস্ত ছিল বিধায় মসজিদের বাহিরে দূর দূর পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

(সংবাদদাতা—শেখ বশির আহমদ)

বগুড়া ঃ

গত ৮-১-৮২ইং তারিখে (১২ই রবিউল আউয়াল) বগুড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে. মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী দিবস পালন করা হয়। রাজশাহী বিভাগীয় কায়েদ অধ্যাপক রজিব উদ্দীন সাহেবের এবং সভাপতিত্বে এই দিনটি পালিত হয়। আলোচনা সভায় বিভিন্ন খাদেম নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

১। মানব জাতির মুক্তিদূত হযরত মুহম্মদ (সাঃ)—মোঃ আশরাফুল আলম ২। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বৈবাহিক আদর্শ—মাহতাব মাহমুদ ৩। বিধর্মীদের প্রতি হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর আচরণ—মাহমুদ আজম ৪। ধৈর্যশীলতার আদর্শে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) —মোঃ এবাদত হোসেন ৫। মালী কুরবানীর চরম আদর্শে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) — এম, এ, গণি (ইনসপেক্টর, বায়তুলমাল, বাংলাদেশ আঞ্জুমান আহমদীয়া)।

অতঃপর সভাপতি সকল বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং ইজতেমায়ী দোয়া ও উপস্থিত সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের মাধ্যমে দিবসটির কর্মসূচী সমাপ্ত করা হয়।

(সংবাদদাতা—মাহতাব মাহমুদ)

খুলনা ঃ

অত্র ১২ই রবিউল আওয়াল মোতাবেক ৮ই জানুয়ারী ৮২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমায় খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'সিরাতুন্নবী জলসা' উদ্‌যাপিত হয়। প্রেসিডেন্ট খুলনা আঞ্জুমানে-ই-আহমদীয়া জনাব আশরাফ উদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। জামাতের প্রায় সকল আনসার খোদ্দাম লাজনা, আতফাল ও নাসেরাতুল আহমদীয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাদ আসর হইতে এই সভা মাগরিবের আযান পর্যন্ত চলে তেলাওত কুরআন পাক ও নজম পাঠ ব্যতীত হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন ও সীরাতের উপর বিভিন্ন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জামাতের ১৩ জন খোদ্দাম ও আনসার। জনাব শাহ মাহমুদ আজফার শাহীন সাহেবের পক্ষ হইতে সভাশেষে উপস্থিত সকলকে আপ্যায়িত করা হয়।

(সংবাদদাতা—মোঃ আবদুল আজিজ)

[আরও বহু জামাত হইতে প্রেরিত প্রতিবেদন সমূহ স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখিত। —সম্পাদক]

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ আলাইহিস্‌ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশ্‌তেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফ আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফ্‌তারীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar